ছোটদের

কুরআনী গল্প ১

'নবিগণের জীবন থেকে চয়নকৃত'

নাদওয়া
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

আদম আ.

মাটির তৈরি প্রথম মানুষ............ ১

মানুষকে সাজদার গল্প............. ৮

জান্নাত থেকে দুনিয়াতে............ ১৫

হাবিল-কাবিলের গল্প.............. ২২

নূহ আ.

সাড়ে নয়শো বছরের ডাক.......... ২৭

নুহ নবির নৌকা...................... ৩৪

কাফের ছেলে......................... ৪০

হুদ আ.

শক্তিশালী আদ জাতি................ ৪৪

ভীষণ রকম ঝড়...................... ৫১

সালিহ আ.

আল্লাহর উটনী........................ ৫৫

কথা না রাখার ফল.................. ৬২

ইবরাহিম আ.

তবুও তারা ডুবে যায়................ ৬৮

কথা বলা মূর্তি?........................৭৩

লা জওয়াব............................ ৭৮

ঠান্ডা আগুন............................ ৮৩

মৃত পাখি উড়ে যায়.................. ৮৭

আল্লাহর জন্য জান কোরবান......... ১০১

জাতির পিতা ইবরাহিম আ............ ১০৬

আদম عليه السلام

মাটির তৈরি প্রথম মানুষ

অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন তুমি ছিলে না, আমি ছিলাম না, আমরা কেউ ছিলাম না। এমনকি এই যে সুন্দর পৃথিবী –যেখানে আমরা থাকি, খাই, খেলাধুলা করি–এই সুন্দর পৃথিবীও ছিল না।

ছিল ফেরেশতা আর আল্লাহর বানানো কত কত সৃষ্টি! সবাই আল্লাহর ইবাদত করত। আল্লাহর জন্য সাজদা দিত, আল্লাহর নামে তাসবিহ পড়ত।আল্লাহ যা বলতেন, তা-ই শুনত। আসমানে ছিল তাদের বসবাস।

আসমান চেনো তো? বাইরে তাকাও, একদম ওপরে। সূর্যটা আলো বিলাচ্ছে। সাদা সাদা রং—এগুলো মেঘ। বৃষ্টি এলে কালো কালো মেঘ ঘুরে বেড়ায়। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় আকাশি রং। রাতের বেলা চাঁদ ওঠে, তারা জ্বলে। জোছনার আলো যেন শীতল পরশ বুলিয়ে যায়। এ সবকিছু যেখানে আমরা দেখছি, সে শূন্য জায়গাটার নাম আসমান। সে আসমানে ফেরেশতা থাকতেন। এভাবেই যাচ্ছিল দিন।

একদিন আল্লাহ্ বলেন কী!

'আমি দুনিয়াতে মানুষ পাঠাব।'

ফেরেশতারা তো ভেবেই পাচ্ছেন না, আল্লাহ কেন মানুষ তৈরি করবেন! মানুষের মধ্যে ভালো মানুষ যেমন থাকবে, মন্দ মানুষও থাকবে। ভালো মানুষ যেমন আল্লাহর কথা শুনবে, মন্দ মানুষ আল্লাহর কথা না শুনে পাপ কাজ করবে, মারামারি করবে।

তারা তাই আল্লাহকে বললেন–

‘আপনি কি দুনিয়াতে এমন কিছু পাঠাবেন, যারা দুনিয়াতে উল্টাপাল্টা করবে আর রক্ত ঝরাবে? আমরাই তো আপনার তাসবিহ পড়ছি, প্রশংসা করছি। পবিত্রতা বলে যাচ্ছি দিন-রাত’।

ফেরেশতারা কী করে বুঝবেন, আল্লাহ্ কেন মানুষ বানাবেন! তাদের চেয়ে আল্লাহ তো আরও অনেক অনেক অনেক বেশি জানেন। তাদেরকেও তো আল্লাহ্ই তৈরি করেছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ তৈরি হলো। কী দিয়ে বলো তো? মাটি দিয়ে!

তুমি নিশ্চয়ই এখন তোমার হাত দেখছ, পা দেখছ? আরে! মাটি কোথায়??

তবে শোনো।

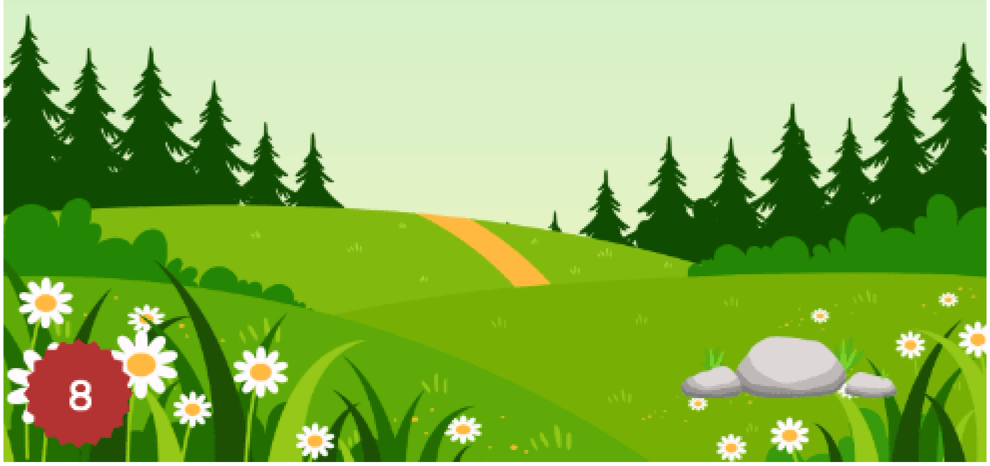

আল্লাহ্ মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ তৈরি করলেন। এরপর তাতে জীবন দিয়ে দিলেন। আল্লাহর হুকুমে মাটির মানুষ আর মাটি রইল না। মাংস হয়ে গেল, হাড় তৈরি হলো। মানুষের মধ্যে প্রাণ আসল। মানুষ হাসে, খেলে, খায়–জীবন থাকলে। জীবন ফুরিয়ে গেলে, মানুষ মরে যায়। মরে গিয়ে আবার শরীরটা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া প্রাণ বাকি থাকে। তারা এরপর আবার জান্নাতে যাবে, যদি ভালো মানুষ হয়। যদি ভালো মানুষ না হয়, জাহান্নামে যাবে।

এই কথাটা কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহই বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন–

‘এই মাটি থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং সেখানেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এরপর সে মাটি থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।’

কী ভীষণ আশ্চর্য, না? আল্লাহর সবকিছুই আশ্চর্যের। তোমরা বড় হবে আর আল্লাহকে নিয়ে ভাববে। আল্লাহকে নিয়ে যত ভাববে, তত তাকে মহব্বত করবে। এরপর আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই মিলে যখন জান্নাতে যাব, তখন আল্লাহকে দেখতে পাব ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ্ মাটি দিয়ে তৈরি প্রথম মানুষটার নাম রাখলেন ‘আদম’। আদম আলাইহিস সালাম। আদম অর্থ কী, জানো? মাটি।

এসো শিখি

আল্লাহ সবকিছু করার শক্তি রাখেন। কেউ তাঁকে বাধা দেওয়ার শক্তি রাখে না।

আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন। হাত-পা-নাক-মুখ সবকিছু দিয়েছেন। আসমান-জমিন-পানি-খাবার সব দিয়েছেন। আমরা সবাই তাই আল্লাহকে অনেক বেশি ভালোবাসি। তিনিও আমাদেরকে ভালোবাসেন। আমরা জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে চাই। এজন্য সব সময় ভালো ভালো কাজ করব।

মাটি দিয়ে মানুষের আকৃতি বানিয়ে তাতে প্রাণ দিতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ। আর কেউ প্রাণ দিতে পারে না। এজন্য আল্লাহ কোনো মানুষ, গরু, ছাগল বা এমন যেকোনো পশু-প্রাণীর আকৃতি বানাতে বা আঁকতে নিষেধ করেছেন। এটা হারাম।আমরা কখনো এমন করব না। আল্লাহ আমাদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন।

তারা বুঝে গেলেন, এই কাজটা করা তাদের একেবারেই ঠিক হয়নি। আল্লাহর সব কথাই শুনতে হয়। তারা বুঝলেন, এই একটা কাজ ভুলে করে ফেলা তাদের অনুচিত হয়েছে। তারা লজ্জা পেলেন। কিন্তু সে লজ্জা প্রকাশ করবেন কীভাবে? সেটা তো তারা শেখেননি। তারা আল্লাহর কাছেই শিখতে চাইলেন, কী বলবেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ চাওয়ার ভাষা শেখালেন।

সাথে সাথে তারা আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন। বললেন, 'আল্লাহ! আমরা জুলুম করে ফেলেছি। তুমি যদি মাফ না করো আর আমাদেরকে দয়া না করো, তাহলে আমাদের তো ক্ষতি হয়ে যাবে।'

তাদের এই কান্নার দুআ আল্লাহ্ শুনলেন। তিনি তো তাদেরকে আগে থেকেই ভালোবাসতেন। শয়তানের ফাঁদে পড়ে না হয় একটা কাজ করে ফেলেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তো পরম দয়ালু। অনেক দয়া তাঁর। সবার প্রতি তাঁর মমতা। তিনি তাদেরকে মাফ করে দিলেন।

এরপর আদম আলাইহিস সালাম, হাওয়া আলাইহাস সালাম আর শয়তান–সবাইকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, যে ভালো ভালো কাজ করবে, সে আবার জান্নাতে আসবে। কিন্তু যে কথা শুনবে না, মন্দ কাজ করবে, সে অনেক কষ্টের জায়গায় যাবে। সে কষ্টের জায়গার নাম জাহান্নাম।

জাহান্নামে আগুন আছে, মন্দ মানুষ তাতে পুড়তে থাকবে। জাহান্নামে বরফ আছে, মন্দ মানুষ একেবারে জমে যাবে। জাহান্নামে আছে অন্ধকার, পচা-গলা পুঁজ আর রক্ত। ভীষণ ভয় আর কষ্টের জায়গা সেটা।

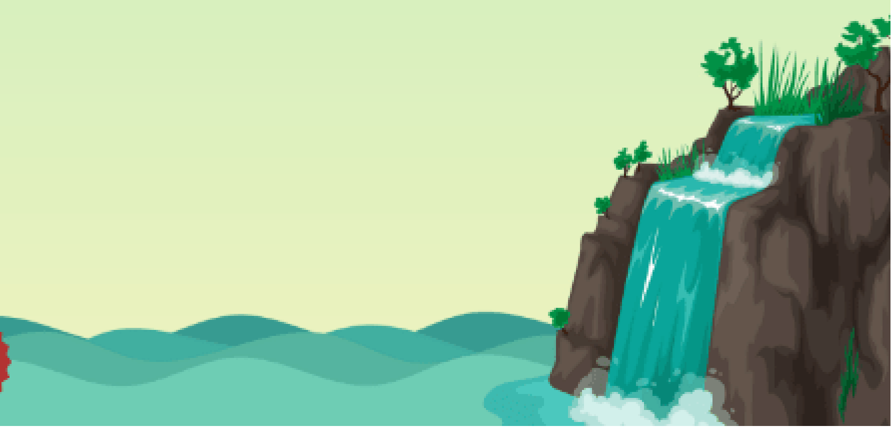

এসো শিখি

আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা আমাদের ভালোর জন্যই করেন। সুতরাং, কোনো আপত্তি ছাড়াই আমরা তাঁর কথা শুনব।

যদি কখনো ভুলে পচা কাজ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইব। আমরা সবসময় পড়ব, 'আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।'

শয়তান আমাদের শত্রু। সে সবসময় আমাদেরকে পচা কাজ করতে বলে। সে ধোঁকা দিয়ে বলে, এটা করলে তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু তবুও আমরা করব না। এভাবে শয়তানের কথা না শুনলে আর ভালো মানুষ হতে পারলে আমরা আবার জান্নাতে যাব, ইন শা আল্লাহ।

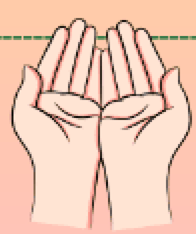

কাফের ছেলে

একটা খুব দুঃখের গল্প হবে এবার। আল্লাহর কথা না শুনলে কী করুণ পরিণতি হয়, সেটার কথা জানব। ভালো বাবা-মায়ের কথা না শুনলে কী হয়, সেটা শুনব।

নুহ আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর নবি। নবিগণ হলেন সবচেয়ে ভালো মানুষ। তার একটা ছেলে ছিল। নাম, কিনআন। সে দুষ্টু লোকদের সাথে থাকত। দুষ্টু লোকদের মতো অন্যায় কাজ করত, আল্লাহর কথা শুনত না। পুতুলকে সাজদা করত।

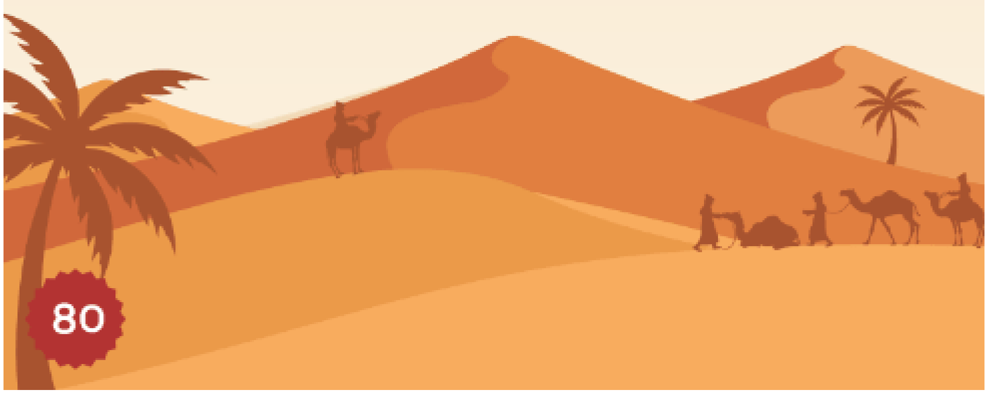

নবি নুহ আলাইহিস সালাম তাকে অনেক বোঝাতেন। সে বুঝতই না। এমন ভাব করত, যেন শোনেইনি।
এরপর যখন আল্লাহর শাস্তি এলো, সবাই পানিতে ডুবে যেতে লাগল, নুহ আলাইহিস সালাম তাকে নৌকা থেকে ডাকলেন, ‘আসো নৌকায় উঠো!’

সে তখনো ভালো হলো না।বাবার কথা তো শুনলই না। উল্টো সে বলল, ‘আমি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠে যাব, পানি আমাকে ধরতে পারবে না।’ কিন্তু এটা তো সাধারণ পানি নয়। এই পানি আল্লাহ পাঠিয়েছেন, নৌকার বাইরে যারা আছে সবাইকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। কিনআন তা বোঝেনি, বাবা বোঝালেও সে জিদ করে বুঝল না।

নুহ আলাইহিস সালাম তাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, কিন্তু সে দৌড়ে দূরে চলে যেতে লাগল। বাবার কোনো কথাই শুনল না।

হঠাৎ একটা ঢেউ! সে ঢেউটা ছিল বেশ বড়। কিনআন সেই ঢেউয়ের সাথে ডুবে গেল। নুহ আলাইহিস সালাম ছেলের জন্য অনেক কষ্ট পেলেন। কিন্তু বাবা ভালো হলে কী হবে, ছেলে যে দুষ্টু মানুষের সাথে মিশত, দুষ্টুদের কথা শুনত, তাই সেও দুষ্টুদের সাথে মরে গেল।

এসো শিখি

বন্ধু বানাতে হবে ভালো মানুষদের। দুষ্টুদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। ভালো মানুষরা জান্নাতে যাবে। জান্নাতে গিয়ে তারা বন্ধুদের খুঁজবে। মন্দ মানুষরা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে গিয়েও কিন্তু তারা বন্ধুদেরকে চিনতে চাইবে না।সুতরাং, বন্ধু বানাও বুঝে-শুনে!

বাবা-মায়ের কথা শুনতে হবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

ঠান্ডা আগুন

তোমরা কি ঠান্ডা আগুন দেখেছ কখনো? নিশ্চয়ই ভাবছ, আগুন আবার ঠান্ডা হয় নাকি? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে ঘা হয়ে যায়। খাবার বসালে গরমে খাবার রান্না হয়ে যায়। শুকনো কিছু পড়লে তা পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যায়। এটা আবার ঠান্ডা হয় কীভাবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয়। আমি একটুও মিথ্যা বলছি না। আমাদের আল্লাহ সব পারেন। তিনি চাইলে আগুনকেও ঠান্ডা করে দিতে পারেন।

শোনো তবে, আগুন ঠান্ডা হওয়ার গল্পটা বলছি এবার।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথার সাথে নমরুদ তো পেরে উঠল না। সে বরং রেগে গেল। সে করল কী! ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে ছুড়ে ফেলতে বলল। তাকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলতে চাইল। অথচ যে আল্লাহর পথে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে এত সহযোগিতা করেন যে, তার অন্য কারও দরকারই পড়ে না।

নমরুদের লোকেরা একটা জায়গায় আগুন জ্বালাল। কয়েক দিন ধরে এটাকে বেশি করে জ্বাল দিতে লাগল। এমনকি আগুনের আশেপাশের বস্তুও পুড়ে যেতে লাগল। এরপর যখন সে নিশ্চিত হলো, এ আগুনে একবার কেউ পড়লে সাথে সাথে মারা যাবে, বাঁচার কোনো আশাই থাকবে না, তখন সে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে ফেলে দিতে বলল। কাফের লোকেরা মজা দেখার জন্য সেখানে জমায়েত হয়ে তাকিয়ে থাকল।

এসো শিখি

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কি আগে থেকে জানতেন, তার জন্য আগুন ঠান্ডা হয়ে যাবে? জানতেন না। এরপরও তিনি কিন্তু আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, আল্লাহর কথা মেনে চলেছেন। নমরুদকে ভয় পাননি। আমরা তাই সবসময় আল্লাহর কথা মেনে চলব। সবসময় আল্লাহর ওপরই বিশ্বাস রাখব।

বিপদে পড়লেও রাগারাগি করব না, অশান্ত হব না। আল্লাহই ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুন থেকে বের করার মতো করে আমাদেরও বিপদ ও কষ্টের সময়ে সাথে থাকবেন, বিপদ থেকে বের করে আনবেন।